যুগান্তর

তারিখ 0 9 FEB 2005

এমপিওভুক্ত বেসরকারি কলেজ

অনিয়ম চিহ্নিত করেই দায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সারাদেশে এমপিওভুক্ত বেসরকারি কলেজের যাবতীয় অনিয়ম চিহ্নিত এবং দায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে সারাদেশকে ৪টি বিভাগে ভাগ করে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যাবেন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত ২৭ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে সারাদেশের সকল এমপিওভুক্ত বেসরকারি কলেজের (উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও বিএম) সব ধরনের অনিয়ম চিহ্নিত করা, দায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এজন্য এসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সারাদেশকে চার অঞ্চলে বিভক্ত করে এই পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করতে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরকে দায়িত্ব দেয়া হয়। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা অঞ্চলের এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী অঞ্চলের বেসরকারি এমপিওভুক্ত কলেজগুলো পরিদর্শনে যাবেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

যশোর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের কলেজগুলো পরিদর্শনের তারিখ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে শিগগির হবে বলে সূত্র জানায়।

জানা যায়, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের

অনিয়ম : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

অনিয়ম : চিহ্নিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা পরিদর্শক, সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক অথবা অডিট অফিসার এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যাবেন। সরেজমিন পরিদর্শনের সময় প্রতিষ্ঠানের নাম, এমপিওভুক্ত হওয়ার তারিখ, অনুমোদিত শিক্ষক পদ, বর্তমানে নিয়োজিত শিক্ষক সংখ্যা, বিষয় খোলার অনুমতি ও কার্যকরের তারিখ, প্রথম অনুদানপ্রাপ্তির তারিখ, শেষ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের তালিকা, অনুমোদিত পদের চেয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োজিত আছেন কিনা, শিক্ষক-কর্মচারীদের সন, বিভাগসহ শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ, প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ, বর্তমান প্রাপ্ত বেতনক্রম, এমপিওভুক্তির তারিখসহ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রদান করা হলে প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে দায়ী করা হবে। এছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান এ কাজে অসহযোগিতা করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, শিক্ষাখাতে বর্তমানে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এছাড়া বেসরকারি কলেজগুলোতে কোন নিয়ম-কানুন মেনে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয় না। প্রয়োজনের তুলনায় ডোনেশনের (ঘুষ) নামে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ফাঁকফোকরের আশ্রয় নিয়ে এমপিওভুক্তও করে ফেলে। এ ধরনের অনিয়ম চিহ্নিত করা এবং নিয়ম লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে। পাশাপাশি এ ধরনের অনিয়ম রোধে কঠোরভাবে সুপারিশ করা এবং তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেশের শিক্ষাখাতের বিশেষ করে কলেজ পর্যায়ে একটি নিয়মনীতি ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, সারাদেশে প্রায় ৫ হাজার কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে স্নাতক পর্যায়ের কলেজ রয়েছে প্রায় ২ হাজার।